নবীজির সুন্নাত

আরেফবিল্লাহ শাহ হাকিম মুহাম্মদ আখতার রহ.

এই গ্রন্থের স্বত্ব প্রকাশকের নিকট সংরক্ষিত। অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনো অংশ যেকোনো উপায়ে ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও এ কাজ নাজায়েজ।

নবীজির সুন্নাত

আরেফবিল্লাহ
শাহ হাকিম মুহাম্মদ আখতার রহ.

ভাষান্তর ও সংযোজন
মুফতি মুহাম্মাদ আল-আমিন নূরী

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

নবীজির সুন্নাত
আরেফবিল্লাহ শাহ হাকিম মুহাম্মদ আখতার রহ.
ভাষান্তর ও সংযোজন : মুফতি মুহাম্মাদ আল-আমিন নূরী
সম্পাদনা : আহসান ইলিয়াস
বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ
প্রচ্ছদ : শাহ ইফতেখার তারিক
অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৩
স্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

মূল্য : ৪০০ (চারশত) টাকা মাত্র

বিক্রয়কেন্দ্র :
ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
www.ettihadpublication.com
অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ

উৎসর্গ

যেন সুন্নাতি জীবনযাপন করতে পারি
এই আশায়...

অনুবাদকের আরজ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَنْزَلَ الأَحْكَامَ لِإِمْضَاءِ عِلْمِهِ الْقَدِيمِ، وَأَجْزَلَ الإِنْعَامَ لِشَاكِرِ فَضْلِهِ الْعَمِيمِ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ بِالدِّيْنِ الْقَوِيمِ، الْمَنْعُوتُ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ اَمّا بَعْدُ

শরিয়ত, তরিকত, তাসাওউফ ও সুলুকের মূল রহস্য হলো সুন্নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের প্রথম ও শেষ সিঁড়ি হচ্ছে ইত্তেবায়ে সুন্নাত তথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে মহব্বতের পূর্বশর্ত জুড়ে দিয়েছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ

> ‘বলুন হে নবী, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার আনুগত্য করো।’[১]

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন, যদি তোমরা আমাকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার প্রিয় হাবিবের অনুসরণ করো। আর আমার নবীকে যদি অনুসরণ করো, তার ফল হলো, আমি তোমাদের ভালোবাসবো।

এজন্য হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ. বলতেন, ‘আমাদের তরিকায় সহজেই আল্লাহ তায়ালার মারেফত হাসিল হয়। এর কারণ হলো, ইত্তেবায়ে

---

[১] সুরা আলে ইমরান : ৩১

সুন্নাতে রাসুল বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করার প্রতি খুব বেশি জোর দেওয়া হয়।'

তাই আল্লাহ তায়ালার মারেফত পেতে আমাদের একান্ত কর্তব্য হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা। আর সুন্নাতের অনুসরণ তখনই সম্ভব, যখন সুন্নাত সম্পর্কে জানা থাকবে। সকলের দ্বারে দ্বারে সুন্নাতের জ্ঞান পৌঁছানোর লক্ষ্যেই আমাদের এই উদ্যোগ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কবুল করুন। আমিন।

বিনয়াবনত
মুফতি মুহাম্মাদ আল-আমিন নূরী
৬ই রবিউল আওয়াল, ১৪৪০
১৪ই ডিসেম্বর, ২০১৮

সূচিপত্র

অনুবাদকের আরজ **৭**
অবতরণিকা **১৪**
সুন্নাতের পরিচয় **১৫**
পরিভাষায় সুন্নাত ১৫
সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফজিলত **১৬**
নবীজির সুন্নাত **২৩**
ঘুম থেকে ওঠার সুন্নাত ২৩
জামা-কাপড় পরিধান করার সুন্নাত ২৩
পানির পাত্রে হাত প্রবেশের সুন্নাত ২৪
বাথরুমে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সুন্নাত ২৪
মিসওয়াকের সুন্নাত ২৬
ওজুর সুন্নাত ২৬
ওজুর পরের দোয়া ২৮
ওজুর ফরজ ২৯
গোসলের সুন্নাত তরিকা ২৯
গোসলের ফরজ ৩০
তায়াম্মুমের ফরজ ৩০
তায়াম্মুমের সুন্নাত ৩১
ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া ৩১
ঘরে প্রবেশ করার দোয়া ৩১
মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নাত ৩২
মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ৩২

আজান ও ইকামতের সুন্নাত ৩৩
নামাজের মোট সুন্নাত ৫১টি ৩৫
কিয়াম বা দাঁড়ানো অবস্থায় ১১টি সুন্নাত ৩৫
কেরাতের ৭টি সুন্নাত ৩৬
রুকুতে ৮টি সুন্নাত ৩৭
সিজদায় ১২টি সুন্নাত ৩৭
বসা অবস্থায় ১৩টি সুন্নাত ৩৮
নামাজের ফরজসমূহ ৪০
নামাজের বাইরে ৭ ফরজ ৪০
নামাজের ভেতরে ৬ ফরজ ৪০
নামাজের ওয়াজিব ১৪টি ৪১
মুনাজাতের সুন্নাতসমূহ ৪৩
মহিলাদের নামাজের বিশেষ কিছু পার্থক্য ৪৪
জুমআর দিনের বিশেষ আমল ৪৫
জুমআর দিন আরও কতিপয় সুন্নাত ৪৬
ঈদের সুন্নাত ৪৬
আহারের সুন্নাত ৪৮
পানি পান করার সুন্নাত ৫০
কাপড় পরিধান করার সুন্নাত ৫১
চুলের সুন্নাত ৫৩
রোগ, চিকিৎসা এবং রোগী দেখার সুন্নাত ৫৪
সফরের সুন্নাত ৫৫
বিবাহের সুন্নাত ৫৭
ওলিমা ৫৮
সন্তান-সংক্রান্ত সুন্নাত ৫৮
মৃত্যুকালীন সুন্নাত ৫৯
ঘুমানোর সুন্নাত ৬১
মুআশারাতের সুন্নাত ৬২
ওয়াসওয়াসার প্রতিকার ৬৪
চিন্তা-ফিকিরের সুন্নাত ৬৪
গুরুত্বপূর্ণ কিছু দীনি শিক্ষা ৬৪
ইসতেখারার নামাজ ৬৫

সালাতুল হাজত ৬৬
নবীজির কিছু অভ্যাস ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ৬৭
গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুন্নাত ৬৯
মাসনুন দোয়া ৭১
বিছানায় শুয়ে পাঠ করার দোয়া ৭১
নিদ্রায় যাওয়ার পূর্বে ইসতেগফার করা ৭১
নিদ্রায় যাওয়ার সময় পড়ার দোয়া ৭১
দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে গেলে পাঠ করার দোয়া ৭২
ঘুম থেকে উঠে পাঠ করার দোয়া ৭২
বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে পাঠ করার দোয়া ৭২
বাথরুম থেকে বের হয়ে পাঠ করার দোয়া ৭২
ওজুর শুরুতে পাঠ করার দোয়া ৭৩
ওজুর মাঝে মাঝে পাঠ করার দোয়া ৭৩
দাড়ি খিলাল করার সময় পড়ার দোয়া ৭৩
ওজুর পরে পাঠ করার দোয়া ৭৩
ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পাঠ করার দোয়া ৭৪
ঘরে প্রবেশ করার সময় পাঠ করার দোয়া ৭৪
মসজিদে প্রবেশ করার সময় পাঠ করার দোয়া ৭৫
মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পাঠ করার দোয়া ৭৫
আজানের পর পাঠ করার দোয়া ৭৫
খানা খাওয়ার শুরুতে পাঠ করার দোয়া ৭৫
খানা খাওয়ার শেষে পাঠ করার দোয়া ৭৬
খানা খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ ভুলে গেলে করণীয় ৭৬
দস্তরখান উঠানোর সময় পাঠ করার দোয়া ৭৬
দাওয়াত খাওয়ার পর পাঠ করার দোয়া ৭৬
মেজবানকে শুনিয়ে পাঠ করার দোয়া ৭৭
ইফতারের পূর্বে পাঠ করার দোয়া ৭৭
ইফতারের সময় পাঠ করার দোয়া ৭৭
অন্যের বাড়িতে ইফতার করে পাঠ করার দোয়া ৭৭
পানি পান করার পর পাঠ করার দোয়া ৭৮
দুধ পান করার পর পাঠ করার দোয়া ৭৮
নতুন কাপড় পরিধান করে পাঠ করার দোয়া ৭৮

আয়না দেখার সময় পাঠ করার দোয়া ৭৯
রোগী দেখে পাঠ করার দোয়া ৭৯
মন্দ অবস্থায় পাঠ করার দোয়া ৭৯
গাড়ি বা যান-বাহনে উঠে পাঠ করার দোয়া ৮০
কোনো জনপদ দেখে পাঠ করার দোয়া ৮০
কোনো জনপদে প্রবেশ করে পাঠ করার দোয়া ৮০
সফর থেকে ফিরে এসে পাঠ করার দোয়া ৮১
স্ত্রীর সাথে প্রথম সাক্ষাতে পাঠ করার দোয়া ৮১
সহবাসের পূর্বের পাঠ করার দোয়া ৮১
সহবাসের পর পাঠ করার দোয়া ৮১
নতুন চাঁদ দেখলে পাঠ করার দোয়া ৮২
মৃত্যু নিকটবর্তী হলে পাঠ করার দোয়া ৮২
রুহ বের হওয়ার আলামত প্রকাশ পেলে পাঠ করার দোয়া ৮২
রুহ বের হওয়ার পর পাঠ করার দোয়া ৮২
মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় পাঠ করার দোয়া ৮২
ওয়াসওয়াসা এলে পাঠ করার দোয়া ৮৩
কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় পাঠ করার দোয়া ৮৩
কোনো পছন্দনীয় জিনিস দেখলে পাঠ করার দোয়া ৮৩
কোনো অপছন্দনীয় জিনিস দেখলে পাঠ করার দোয়া ৮৩
কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে পাঠ করার দোয়া ৮৪
উপকারের সময় পাঠ করার দোয়া ৮৪
কারো হাসি–খুশিতে পাঠ করার দোয়া ৮৪
মজলিসের কাফফারার দোয়া ৮৪
মুসাফাহার সময় পাঠ করার দোয়া ৮৪
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে পাঠ করার দোয়া ৮৫
বৃষ্টির সময় পাঠ করার দোয়া ৮৫
অতি বৃষ্টির সময় পাঠ করার দোয়া ৮৫
মেঘের গর্জন শুনলে পাঠ করার দোয়া ৮৫
নতুন ফল খাওয়ার সময় পাঠ করার দোয়া ৮৬
সকাল-সন্ধ্যার জিকির ও ওজিফা ৮৭
সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার দোয়া ৮৯
সাইয়েদুল ইসতেগফার ৯৪

সুরা ইখলাস ৯৪
সুরা ফালাক ৯৫
সুরা নাস ৯৫
পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর পঠিত দোয়া ৯৯
আয়াতুল কুরসি ১০০
দরুদ ও সালাম ১০৩
দরুদ শরিফের গুরুত্ব ১০৩
দরুদ পাঠের ফজিলত ১০৪
যেভাবে দরুদ পাঠ করবো ১০৫
ছোট ও সংক্ষিপ্ত দরুদ ১০৮
কতিপয় মাকবুল দোয়া ১০৯
জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া ১০৯
বুকে সাহস ও মুখের জড়তা দূর হওয়ার জন্য দোয়া ১০৯
দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনার দোয়া ১১০
গুনাহ মাফ ও নেকলোকদের সাথে মৃত্যু কামনার দোয়া ১১০
আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিষয়ের প্রার্থনা ও কেয়ামতের দিবসে হেয়প্রতিপন্ন না করার দোয়া ১১০
পুত্রসন্তান লাভের জন্য দোয়া ১১০
স্ত্রী-সন্তান সৎ হওয়ার জন্য দোয়া ১১১
পিতামাতার জন্য দোয়া ১১১
সন্তানদের নামাজ কায়েমকারী হওয়ার জন্য দোয়া ১১১
গুনাহ মাফ, সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা না চাপানো ইত্যাদি বিষয়ে দোয়া ১১২

অবতরণিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমরা তারই প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য চাই, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও আমাদের কর্মসমূহের খারাবি থেকে আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই; আর যাকে গোমরাহ করেন, তাকে হেদায়েত দেওয়ার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকারের ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। সালাত ও সালাম নাজিল হোক তার উপর, তার পরিবার-পরিজন ও তার সাহাবিদের উপর এবং যারা কেয়ামত পর্যন্ত সঠিকভাবে তাদের অনুসরণ করেন, তাদের উপর।

সুন্নাতের পরিচয়

سُنَّةٌ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো سُنَن। সুন্নাতের আভিধানিক অর্থ السِّيْرَةُ وَالطَّرِيْقَةُ حَسَنَةً كَانَتْ اَوْ قَبِيْحَةً আদর্শ, সিরাত, স্বভাব, রীতি-নীতি, তা ভালো হোক বা মন্দ।

পরিভাষায় সুন্নাত

সুন্নাত সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের বিভিন্ন উক্তির সারনির্যাস হলো,

> اَلسُّنَّةُ فِي الْاِصْطِلَاحِ: مَا صَدَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى وَجْهِ التَّشْرِيْعِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ، أَوْ صِفَةٍ خُلقِيَّة مِنْ مَبْدَأِ بَعْثَتِه إِلٰى وَفَاتِه
>
> ‘পরিভাষায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণীয় কথা, কাজ ও সমর্থন অথবা তার নবুওয়াত লাভের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত অনুসরণীয় গুণাবলিকে সুন্নাত বলে।’[২]

ইমাম রাগেব রহ. বলেন, ‘পরিভাষায় সুন্নাত বলতে সেই পথ ও রীতি-নীতি বোঝায়, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেছে নিতেন ও অবলম্বন করে চলতেন। অথবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণীয় সকল কাজকে সুন্নাত বলা হয়।’[৩]

---

[২] উলুমুল হাদিস, ড. হামজা আবদুল্লাহ : ১/৮

[৩] রাউফুল হাজাহ শরহে ইবনে মাজাহ

সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

ইসলাম কোনো মানবরচিত জীবনব্যবস্থা নয়; বরং এটি একটি ওহিভিত্তিক আল্লাহপ্রদত্ত ও মনোনীত জীবনদর্শন। ইসলামি শরিয়তের মূলনীতি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। পবিত্র কুরআন যেমন ওহিপ্রদত্ত, সুন্নাহও তেমনই ওহিপ্রদত্ত। শরিয়তের এ দুটি মূলনীতি একটির সঙ্গে অপরটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ দুটির কোনো একটিকে বাদ দিয়ে শরিয়তের কথা চিন্তা করার কোনো অবকাশ নেই। কুরআন হলো, আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ ওহি, আর হাদিস তারই ব্যাখ্যা। কুরআনের কোনো বিধানের উপর আমল করতে হলে হাদিস অবশ্যই জরুরি। হাদিস ছাড়া কুরআন অনুযায়ী আমল করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

সুন্নাহর অনুসরণ করার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু সুন্নাহর অনুসরণ করতে হলে, সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকাও জরুরি। কোনটি সুন্নাহ আর কোনটি বিদআত, তা জানা না থাকলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যেমন কঠিন হবে, তেমনই বিদআতকে সুন্নাহ আর সুন্নাহকে বিদআত বলেও চালিয়ে দেওয়া হবে। তখন সুন্নাহ যেমন কলুষিত হবে, অনুরূপ ইসলামি শরিয়তে বিদআতের অনুপ্রবেশের ফলে শরিয়তের মূল ভিত দুর্বল হয়ে পড়বে, দীনের মধ্যে বিকৃতি ঘটবে। প্রকৃত দীন আর অবশিষ্ট থাকবে না, যেমনিভাবে পূর্বেকার নবীদের দীনের মধ্যে বিকৃতি ঘটেছিল। এ বাস্তবতা আমরা যুগ যুগ ধরেই দেখছি। কারণ, আমরা দেখছি, কিছু আমলকে মানুষ ইবাদত হিসেবে পালন করে আসছে এবং সুন্নাহ বলে মনে করছে, অথচ তা কখনোই সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। এর মূল কারণ হলো, সুন্নাহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান না থাকা এবং সুন্নাহ ও বিদআতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে অক্ষম হওয়া। সুন্নাহ ও বিদআত কী, তা জানা না থাকার পরিণতি যে কত ভয়াবহ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন। এ ভালোবাসার প্রকাশ হবে তার সুন্নাতের অনুসরণ করার দ্বারা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الجَنَّةِ

'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসে, সে যেন আমাকে ভালোবাসে। আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, জান্নাতে সে আমার সঙ্গে থাকবে।'[৪]

এই হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেন, তাকে ভালোবাসার একমাত্র উপায় হলো তার সুন্নাত আঁকড়ে ধরা ও অনুকরণ করা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তার অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا

'আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি যে সম্পর্কে তোমাদের বলিনি, সে সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা তাদের নবীগণের নিকট অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব আমি তোমাদেরকে কোনো বিষয়ের নির্দেশ দিলে তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করবে এবং কোনো বিষয়ে তোমাদের নিষেধ করলে তা থেকে তোমরা বিরত থাকবে।[৫]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের বেশকিছু আয়াতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

---

[৪] সুনানে তিরমিজি : ২৬৭৮, أحب এর স্থলে শব্দে أحيا উল্লেখ আছে।

[৫] সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে তিরমিজি, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি, সুনানে ইবনে মাজাহ : ২

‘হে নবী, আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।’[৬]

এই আয়াতের তাফসিরে আল্লামা কুরতুবি রহ. লেখেন,

وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِاللهِ: عَلَامَةُ حُبِّ اللهِ حُبُّ الْقُرْآنِ، وَعَلَامَةُ حُبِّ الْقُرْآنِ حُبُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وعَلَامَةُ حُبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حُبُّ السُّنَّةِ

‘সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, আল্লাহর মহব্বতের আলামত কুরআনকে মহব্বত করা এবং কুরআনের মহব্বতের আলামত হচ্ছে নবীকে মহব্বত করা; আর নবীর মহব্বতের আলামত সুন্নাতকে মহব্বত করা।’[৭]

অতএব যার জীবনে সুন্নাতের বাস্তবায়ন অধিক হবে, সে-ই নবীর প্রকৃত আশেক প্রমাণিত হবে। সুন্নাতের অনুকরণে জীবনের সফলতা নিহিত। সুন্নাত ত্যাগ করলে গোমরাহি ছেয়ে যাবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

فَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ

‘তোমরা যদি মসজিদ ছেড়ে ঘরে নামাজ আদায় করো, তাহলে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ছেড়ে দিলে। আর যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ছেড়ে দাও, তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।’[৮]

আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাজিল করে তার ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অর্পণ করেন। আল্লাহ তায়ালা এ মর্মে ঘোষণা করেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

‘আমি আপনার কাছে কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি তাদের সামনে ওইসকল বিষয় বর্ণনা করেন, যেগুলো তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।’[৯]

---

[৬] সুরা আলে ইমরান : ৩১

[৭] তাফসিরে কুরতুবি।

[৮] মুসনাদে আহমাদ : ৪৩৫৫; সুনানে আবু দাউদ : ৫৫০

[৯] সুরা নাহল : ৪৪

যেহেতু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ব্যাখ্যাকার, তাই তার পূর্ণ আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করো। তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট কোরো না।'[১০]

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

'প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসকল বিষয় নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা সেগুলো গ্রহণ করো এবং তিনি যেসকল বিষয় থেকে তোমাদের বারণ করেছেন, তোমরা সেগুলো থেকে বিরত থাকো।'[১১]

অপর আয়াতে বলা হয়েছে,

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

'যে রাসুলের আনুগত্য প্রকাশ করলো, সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করলো।'[১২]

এ মর্মে হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

'আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করে। আর যে আমার নাফরমানি করে, সে আল্লাহ তায়ালারই নাফরমানি করে।'[১৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত যেমন আমলযোগ্য, তেমনিভাবে আকায়েদ, মুআমালাতসহ দীনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণীয়। এতে বিভক্তি করা গোমরাহি ছাড়া কিছুই নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[১০] সুরা মুহাম্মাদ : ৩৩

[১১] সুরা হাশর : ৭

[১২] সুরা নিসা : ৮০

[১৩] মুসনাদে আহমাদ : ৭৬৪৩; ইবনে মাজাহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

'হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার প্রতিটি উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রাসুল! অস্বীকারকারী কে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করলো, সে জান্নাতে যাবে। আর যে আমার নাফরমানি করলো, সে হলো অস্বীকারকারী।'[১৪]

সুতরাং যেসকল আমল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী হয় না, তা প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল বলে গণ্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

'হজরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কাজ করলো, যার নির্দেশ আমার পক্ষ থেকে করা হয়নি, তা প্রত্যাখ্যাত।'[১৫]

মোটকথা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য হলো আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের প্রথম সিঁড়ি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য অপরিহার্য। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করেই একজন মানুষ জান্নাতি হতে পারে। অন্যথায় সে গোমরাহির অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে দুনিয়া-আখেরাত ধ্বংস করবে এবং জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

[১৪] সহিহ বুখারি : ৭২৮০

[১৫] সহিহ বুখারি; সহিহ মুসলিম : ১৭১৮

مَنْ أَحْيَا سُنَّتِيْ فَقَدْ أَحَبَّنِيْ، وَمَنْ أَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ

'যে আমার সুন্নাত জিন্দা করে (সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে) সে আমাকে ভালোবাসে। আর যে আমাকে ভালোবাসে, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।'[১৬]

[১৬] কানজুল উম্মাল : ৪/৫৭

নবীজির সুন্নাত

ঘুম থেকে ওঠার সুন্নাত

১. ঘুম থেকে উঠে উভয় হাত দ্বারা চেহারা এবং দুচোখ ডলে নেওয়া, যাতে ঘুমের ভাব দূর হয়ে যায়।[১৭]

২. ঘুম থেকে উঠে নিম্নোক্ত দোয়া পড়া,

الحَمْدُ لله الّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের মৃত্যু (ঘুম) দানের পর পুনরায় জীবনদান করেছেন। আর সর্বশেষ তারই দিকে প্রত্যাবর্তন।'[১৮]

৩. ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করা।[১৯]

ফায়েদা : ওজু করার সময় পুনরায় মিসওয়াক করা। কারণ ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করা আলাদা সুন্নাত।

জামা-কাপড় পরিধান করার সুন্নাত

জামা, পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরিধান করার সময় ডান দিককে প্রাধান্য দেওয়া সুন্নাত। আর খোলার সময় প্রথমে বাম দিক থেকে খোলা সুন্নাত। তদ্রূপ জুতা পরিধান করার সময় ডান পায়ে আগে পরিধান করা এবং খোলার সময় বাম পা আগে খোলা সুন্নাত। মোটকথা, প্রতিটি ভালো কাজে ডান দিককে প্রাধান্য দেওয়া আর নিম্নস্তরের কাজে বাম দিককে প্রাধান্য দেওয়া।[২০]

---

[১৭] শামায়েলে তিরমিজি।

[১৮] সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ।

[১৯] মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ।

[২০] সহিহ বুখারি, সুনানে তিরমিজি।

পানির পাত্রে হাত প্রবেশের সুন্নাত

পাত্রে হাত দেওয়ার পূর্বে তিনবার হাত ধৌত করা সুন্নাত।[২১]

বাথরুমে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সুন্নাত

১. বাথরুমে যাওয়ার জন্য ঢিলা এবং পানি উভয়টিই নিয়ে যাওয়া সুন্নাত। মুস্তাহাব হলো তিনটি ঢিলা নেওয়া। তবে বাথরুমে আগে থেকেই ব্যবস্থা থাকলে ঢিলা সাথে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই (বর্তমানে বাথরুমগুলো কমোড সিস্টেম হওয়ায় আলেমগণ টয়লেট পেপার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন, যাতে কমোড নষ্ট না হয়)।

২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা ঢেকে এবং জুতা পায়ে দিয়ে বাথরুমে যেতেন।[২২]

৩. বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে এই দোয়া পড়া,

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

‘হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে দুষ্টু পুরুষ এবং মহিলা জিন থেকে আশ্রয় চাই।’[২৩]

ফায়েদা : মোল্লা আলি কারি রহ. মিরকাতে লিখেছেন, হাদিসে আছে, এই দোয়ার বরকতে বাথরুমে থাকা দুষ্টু জিন এবং মানুষের মাঝে একটি পর্দা পড়ে যায়। ফলে শয়তান ওই ব্যক্তির লজ্জাস্থান দেখতে পারে না।

خبث শব্দ সম্পর্কে মোল্লা আলি কারি রহ. লেখেন, শব্দটির باء পেশ বা জযম দুটো দিয়েই خُبُثٌ বা خُبْثٌ পড়া যেতে পারে।

৪. বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা।[২৪]

৫. সতর খোলার সময় যথাসম্ভব নিচু হয়ে খোলা।[২৫]

৬. ডান পা দিয়ে বের হয়ে এই দোয়া পড়া,

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ للهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّى الْأَذَى وَعَافَانِى

---

[২১] সুনানে তিরমিজি।

[২২] কানজুল উম্মাল।

[২৩] সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানে তিরমিজি, সুনানে ইবনে মাজাহ।

[২৪] সুনানে ইবনে মাজাহ।

[২৫] সুনানে তিরমিজি, সুনানে আবু দাউদ।